ভোরের কাগজ

MAR. 1 1 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ...২......

দাবি পূরণের প্রলোভন দিয়ে মওলানা মান্নানের জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের উদ্যোগ

মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মেলনের নামে ৭ কোটি টাকা চাঁদা

প্রদীপ ভট্টাচার্য্য শংকর, বগুড়া থেকে : মাদ্রাসা শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া পূরণ করে দেওয়ার কথা বলে মাওলানা আব্দুল মান্নানের বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ৭ কোটিরও বেশি টাকা চাঁদা আদায়ের নতুন মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছেন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিতর্কিত ভূমিকা পালনকারী এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত মওলানা মান্নান ঐ সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দৈনিক ইনকিলাব ও প্রস্তাবিত ইনকিলাব টেলিভিশনের মালিক। জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধানদের জন্য পৃথক বিশেষ সম্মেলনকে উপলক্ষ করে দেশের সকল মাদ্রাসা প্রধানের কাছে চাঁদা হিসেবে এই টাকা পাঠানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির রাজশাহী বিভাগীয় কমিটি একে ভাঁওতাবাজি ও প্রতারণামূলক বলে উল্লেখ করে এই চাঁদা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে চাঁদা না দেওয়ার জন্য সমিতির পক্ষ থেকে দেশের সকল স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে আহ্বান জানিয়েছে।

জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের এই বিশেষ সম্মেলন আজ সোমবার ১১ মার্চ সকালে রাজধানী ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত সংগঠন চত্বর বা গাউছুল আজম কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনে ২ হাজার টাকা চাঁদা প্রদান পূর্বক দেশের সকল স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে অংশগ্রহণের জন্য তাদের কাছে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওঃ এম লতিফ ও যুগ্ম মহাসচিব মাওঃ রুহুল আমিন খান স্বাক্ষরিত চিঠি পাঠানো হয়েছে। ঐ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেবেন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি আলহাজ্ব মওলানা এম এ মান্নান'।

চিঠিতে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ছক দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা ঐ ছকে বিস্তারিত তথ্য দেবেন তারা সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি বা প্রাইমারির ছাত্রছাত্রীদের মতো পাবে একই সুযোগ। যেসব মাদ্রাসার কমিটির মঞ্জুরি শেষ হয়ে গেছে সেসব মাদ্রাসার মঞ্জুরি নবায়ন করে দেওয়ার ব্যাপারে আইনত সব রকম সাহায্য করা হবে। এতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, '১৯৮০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত যতো মাদ্রাসা তাদের স্বীকৃতি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে লাভ করেছে এমন সকলকে বেতন পাওয়ার লিস্টভুক্ত করে সরকারের কাছে পাঠাবো। যারা এই পত্র পাবেন তাদের ছাড়াও মাদ্রাসা সরকারি অনুদান না পাওয়ার কারণে যদি ঠিকমতো না চলে থাকে বা মঞ্জুরি শেষ হয়ে গেছে আর মঞ্জুরি নবায়ন করেননি বা কোনো কোনো শিক্ষক চলে গেছেন, কেউই মাদ্রাসা ছাড়বেন না। বিগত সরকার টাকা দেয়নি সেজন্য আপনারা দায়ী নন। বর্তমান সরকারের দ্বারা আশা করি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় সেসব সুযোগ-সুবিধা পাবেন। আমরা বর্তমান সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আদায় করে দিতে সক্ষম হবো। অতএব আপনারা যারা ১৯৭৮ সালের পরে যে কোনো সময় মাদ্রাসার ও কমিটির মঞ্জুরি লাভ করেছেন এবং পূর্ণোদ্যমে মাদ্রাসা শুরু করেছেন, এরিয়ার মঞ্জুরি সহজভাবে যাতে পেতে পারেন ইনশাআল্লাহ সে ব্যবস্থা আইন ও বিধি মোতাবেক করে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সম্মেলনে সব কথা বিস্তারিত জানতে পারবেন'।

এই রকমভাবে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি/ আশ্বাস দিয়ে চিঠির শেষাংশে সদস্য টাকা বাবদ ১৯৯২ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত ১ হাজার ৮০০ টাকা এবং সম্মেলনের

● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

মাদ্রাসা শিক্ষক সম্মেলনের নামে ৭ কোটি টাকা চাঁদা

● শেষের পাতার পর

চাঁদা ২০০ টাকাসহ সর্বমোট ২ হাজার টাকা বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নামে একাউন্টপেয়ি ড্রাফট নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এজন্য সংগঠনের তিনটি ব্যাংকের হিসাব নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো সোনালী ব্যাংক, মহাখালী শাখা, ঢাকার চলতি হিসাব নং পি-১৬, জনতা ব্যাংক মহাখালী শাখা ঢাকার চলতি হিসাব নং- ০০১০১১৯৯৪ ও অগ্রণী ব্যাংক মহাখালী শাখা ঢাকার চলতি হিসাব নং- ১২-৯।

ঐ চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা চাঁদা দেবেন তারাই কেবল ঐ সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

উল্লেখ্য, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার (৫ম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষকগণ জামিয়াতুল মোদার্রেছীনের আওতাভুক্ত নন। তাদের জন্য বাংলাদেশ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি নামে পৃথক সংগঠন রয়েছে। সারা দেশে এই এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা মোট ১৮ হাজার ১৯৫টি। অর্থাৎ প্রতিটি মাদ্রাসায় ২ হাজার টাকা চাঁদা ধার্য করায় এসব মাদ্রাসা থেকে মোট ৩ কোটি ৬৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা চাঁদা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। (যদি শেষমেশ দেওয়া হয়ে থাকে)।

শুধু এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোতেই নয় সারা দেশের কামিল, ফাজিল, আলিম ও দাখিল মাদ্রাসার প্রধানদের কাছেও অনুরূপ চিঠি পাঠানো হয়েছে। যদিও সব মাদ্রাসার শিক্ষকগণ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, সারা দেশে কামিল মাদ্রাসা রয়েছে ১৪৫টি এবং এসব মাদ্রাসা প্রধানদের চাঁদা ধার্য করা হয়েছে ৮ হাজার টাকা করে। ফাজিল মাদ্রাসা রয়েছে ৯৯৩ টি এবং চাঁদা ধরা হয়েছে ৬ হাজার টাকা করে। আলিম মাদ্রাসা রয়েছে ১ হাজার ১১০টি এবং চাঁদা ধরা হয়েছে ৫ হাজার টাকা করে। দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে ৫ হাজার ৭৬৯টি ও চাঁদা ধরা হয়েছে ৪ হাজার টাকা করে।

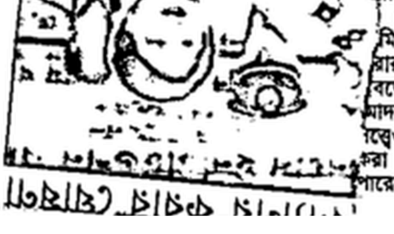

চিঠির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ঐ সভার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন গত ২০ বছর যাবৎ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার কাছ থেকে বারবার চিঠির মাধ্যমে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায় করে, কিন্তু স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য কোনো ভূমিকা রাখে না। প্রতিবারের মতো এবারও ১১ মার্চের সম্মেলনের নামে প্রতি মাদ্রাসা থেকে ২ হাজার টাকা করে চাঁদা দাবি করা হয়েছে। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, যেহেতু মওলানা মান্নান ও মোদার্রেছীন সংগঠন বাংলাদেশ স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির কেউ নয়, সেহেতু ঐ চাঁদা দেওয়া হবে না এবং দেশের সকল স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে উক্ত সম্মেলনের চাঁদা না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বগুড়া প্রেসক্লাবে এসে এই চাঁদা প্রসঙ্গে বলেন, মাও. মান্নান এর আগে এভাবে মাদ্রাসা শিক্ষকদের কাছ থেকে ভাঁওতাবাজি করে চাঁদা নিয়ে দৈনিক ইনকিলাব বের করে তা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে একই কায়দায় ইনকিলাব টেলিভিশনের জন্য টাকা সংগ্রহের জন্য নতুন কৌশলে চাঁদাবাজি করছে। তারা আরো বলেন, বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই মাদ্রাসা এবং এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে ও কল্যাণে বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। তারা এসব উদ্যোগকে নিজেদের সাফল্য বলে জাহির করার জন্য ঐ বিশেষ সম্মেলন ডেকে প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে। কারণ তারা কতোদূর কি করতে পারে বা করার ব্যাপারে কতোটা আন্তরিক তা আমরা গত ২০ বছর ধরে দেখছি।

অপরদিকে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের বগুড়া জেলা কমিটির সেক্রেটারি আবু বকরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, কিছু কিছু বিতর্ক থাকলেও এটা ঠিক যে মও. মান্নান মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য অনেক কিছুই করেছে। তাছাড়া একটা সংগঠন চালাতে গেলে টাকার প্রয়োজন। প্রায় ১ যুগ হলো মাদ্রাসাসমূহের ...া আদায় করা হয়নি। তাই বকেয়া ...াসহ সম্মেলনের চাঁদা একসঙ্গে ধরায় ... বেশি লাগছে। তিনি দাখিল থেকে ...মিল পর্যন্ত মাদ্রাসার চাঁদা বাধ্যতামূলক ...রার বিষয়টি অস্বীকার করেন। ...বতেদায়ী মাদ্রাসা জমিয়াতুল ...াদার্রেছীনের আওতাভুক্ত না হওয়া ...ত্ত্বেও তাদের চাঁদা ধার্য করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি এর সদুত্তর দিতে পারেননি।